আইনি - পরিষেবা – একটি আলোকপাত

'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে না। নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কোন কিছুতেই অধিকার নেই- ওরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে'— শরৎচন্দ্র

'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে কাঁদে' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না

অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীমরণে ভূমে রনিবে না

বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত .... আমি সেই দিন হব শান্ত'– নজরুল ইসলাম

ভারতের জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগ মানুষও তাঁদের বিরোধ নিষ্পত্তি বা ক্ষোভ নিবারণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতের দারস্থ হন না। যারা আদালতে আসেন তাঁদের ৮০ শতাংশের বেশী মানুষ সুবিধাভোগী শ্রেণী উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষ। দরিদ্র মানুষ যারা আদালতে আসেন তাঁরা কোনো মামলার আসামি বা ফরিয়াদি।

বোধ হয় উপরোক্ত অবস্থার কথা চিন্তা করে ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে ৩৯ (ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে আইনি সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। বলা আছে যে সুবিধাভোগী শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনের দৃষ্টিতে কোন বৈষম্য থাকবে না। ৩৯ (ক) অনুচ্ছেদে একই রকম ভাবে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক নাগরিক ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে, যেন সুবিচার পায়।

৩৯ (ক) অনুচ্ছেদ ঃ- ''সম-ন্যায়-বিচার এবং বিনাখরচে বৈধিক সহায়তা''

''রাজ্য বৈধিক ব্যবস্থার ব্যবহার যাহাতে সমসুযোগের ভিত্তিতে ন্যায় বিচার সুবন্দোবস্ত করে, তাহা সুনিশ্চিত করিবেন এবং বিশেষতঃ আর্থিক বা অন্যান্য অক্ষমতার কারনে কোন নাগরিক যাহাতে ন্যায় বিচার লাভ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হন তাহা নিশ্চিত করিতে, যথোপযোগী বিধি প্রনয়ণ বা প্রকল্পের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে বিনা খরচে বৈধিক সহায়তার ব্যবস্থা করিবেন।'' –

আইনি-সাম্যের আদর্শ যা শুধুমাত্র কথার কথা মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা Legal Services Authorities Act, 1987 চালু হবার সাথে সাথে সেই সাম্যের আর্দশ যা সংবিধানের ১৪ ও ৩৯ (ক) অনুচ্ছেদে লিখিত ছিল, তা বাস্তবায়িত হল। সমাজের দুর্বলতর অংশের অগনিত মানুষ এখন আর মুখ বুজে বলবানের অত্যাচার সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। তারাও যাতে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবিচারের বিরুদ্ধে আইনের সাহায্য পায় সেজন্যই এই আইনের বলে একটি স্বতন্ত্র স্বশাসিত সংস্থার জন্ম হল। কেন্দ্রে এর নাম হল ''জাতীয় আইনি পরিষেবা অধিকার'' (NALSA) । যার শাখা প্রশাখা প্রতিটি রাজ্যে ছড়িয়ে (SLSA) পড়ল। পরবর্তীকালে এর কর্মকাণ্ড জেলাস্তরে (DLSA) প্রসারিত হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলাতে (DLSA) এর কাজকর্ম হচ্ছে।

আগে বলা হত 'আইনি সাহায্য'। ১৯৮৭-র আইনে বলা হয়েছে ''আইনি - পরিষেবা'র কথা। অর্থাৎ ''সাহায্য'' নয় ''সেবা''। অর্থনৈতিক ভাবে যারা দুর্বল, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত, প্রবলের উদ্ধত হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। সর্বান্ত করনে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার, নূন্যতম মনুষ্যত্ব বোধের তাড়নায়, সামাজিক ভাবে অনগ্রসর এবং আর্থিক মানদণ্ডে দুর্বলতর মানুষের মধ্যে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এখনও থমকে আছে । উচ্চবিত্ত ক্ষমতাকেন্দ্রিক ভোগসর্বস্ব একশ্রেণীর মানুষের বিচিত্র খেয়াল ও স্বার্থে। উন্নতির সুফল কুক্ষিগত থাকছে সেই সীমিত শ্রেণীর মধ্যে। আমাদের ধারনা হয়েছে – ''আদালত বড়লোকদের তামাশা দেখাবার জায়গা'' ''উকিল আবদারে বধ্য মক্কেল'' ইত্যাদি। কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এই নতুন আইনে।

আইনি পরিষেবা কথাটির সোজাসুজি সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞার মাধ্যমে বোঝান যেতে পারে। এই ১৯৮৭ সালের আইনের ২(১)(গ) ধারায় যে ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞা আছে সেখানে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে, যে কোন আদালত বা ট্রাইবুনাল বা কর্তৃপক্ষ সমীপে যে কোন বিষয়ের মামলা ইত্যাদি পরিচালনা এবং যে কোন বিষয়ে আইনি পরামর্শ দান। এই সংজ্ঞার একটি সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে। কার্যত আইনি পরিষেবার ক্ষেত্র আরও বহুদূর বিস্তৃত।

এই আইনের ১২নং ধারায় বলা হয়েছে কোন কোন ব্যক্তিকে বিনা ব্যয়ে আইনি সহায়তা দেওয়া যাবে।

যে কোন ব্যক্তি যিনি –

ক) মহিলা বা শিশু

খ) তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতির সদস্য

গ) কোন শিল্প শ্রমিক

ঘ) মানুষ নিয়ে অবৈধ কারবারের শিকার অথবা সংবিধান ধারা ২৩ তে বর্ণিত বেগার।

ঙ) মানসিক দিক থেকে অসুস্থ বা শারিরীক অন্যভাবে প্রতিবন্ধী

চ) কোন ব্যাপক দুর্বিপাক, জাতিগত হিংস্রতা, জাতপাত ঘটিত বর্বরতা, বন্যা-খরা, ভূমিকম্প সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয়ের শিকার

ছ) কোন রক্ষনমূলক আবাস, কারাগার, জুভেনাইল হোম, মানসিক হাসপাতাল, মানসিক নার্সিংহোম সমেত কোনরূপ হেপাজতে আছেন এমন ব্যক্তি

জ) যাদের বার্ষিক আয় সুপ্রীম কোর্ট বাদে অন্য আদালতে মামলার ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকার কম বা রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন উচ্চতর পরিমান এবং সুপ্রীম কোর্টের মামলার ক্ষেত্রেও ২৫,০০০ টাকার কম অথবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন উচ্চতর পরিমান।

এখন প্রশ্ন হল এই পরিষেবা কোথায় পাওয়া যাবে? এই পরিষেবা ''আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে'' পাওয়া যাবে। যোগাযোগ করার জন্য প্রত্যেক মহকুমা আদালত প্রাঙ্গণে এবং জেলা আদালতের প্রাঙ্গণে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কার্যালয় আছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এর সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

নিবন্ধক / উপসচিব

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ ,নগর দেওয়ানি আদালত ভবন

২/৩; কিরণ শংকর রায় রোড (দ্বিতীয়তল) কোলকাতা - ৭০০০০১ (০৩৩-২২৪৮-৩৮৯২)

আইনি পরিষেবার মধ্যে যে সমস্ত সহায়তা বিনা ব্যায়ে করা হয় ঃ- এ্যাডভোকেটের পরিষেবা, আদালতের ফি, পিটিশান/ কাগজপত্র টাইপ করা- প্রস্তুতের খরচ - সাক্ষী সমনের জন্য ব্যয় - মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়। যেহেতু এই আইনটি ৯ই নভেম্বর ১৯৯৫ থেকে কার্যকরী হয়েছে, তাই প্রতিবছর ৯ই নভেম্বরে 'আইনি পরিষেবা দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। এই আইনের ৩,৬ এবং ৯ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয়স্তরে N.A.L.S.A., রাজ্যস্তরে S.L.S.A. এবং জেলাস্তরে D.L.S.A. এবং মহকুমাস্তরে T.L.S.C.(Taluk Legal Services Committee) গঠিত হয়।

এই আইনের ১৩ ধারা অনুযায়ী নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা আইনি পরিষেবার আওতায় আসবে ঃ-

ক) যে সমস্ত ব্যক্তিরা এই আইনের ১২ ধারায় আইনি পরিষেবা পেতে যোগ্য এবং যাদের বাহত্যঃ কোন মামলা করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

খ) যদি কোন ব্যক্তি তার আয় সংক্রান্ত প্রশংসা পত্র দিতে না পারেন, তাহলে তিনি নিজেই আয়ের হলফনামা দিতে পারেন এবং তিনি যদি ১২ ধারা মতে আইনি পরিষেবা পেতে যোগ্য হন এবং তার আয়ের হলফনামাকে অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ না থাকে।

'ঐ সব শুষ্ক শ্রান্ত মূক মুখে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা'– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোক আদালত - কিছু কথা

সাধারণ মানুষকে বিচার পাওয়ার জন্য যে অবর্ণনীয় বিলম্ব এবং অসহনীয় ব্যয়ভার বহন করতে হয় - তা দূরীকরণে ''আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭'র ১৯ থেকে ২২ ধারাতে ''লোক আদালত'' প্রকল্পের কথা উল্লেখ আছে'' Let us never negotiate out of fear but let us never fear to negotiate"

- John. F. Kennedy,

১৯ ধারা মতে প্রতিটি রাজ্য, জেলা এবং মহকুমা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কমপক্ষে একজন কর্মরত বা অবসর প্রাপ্ত বিচারক এবং অন্যান্য দুজন ব্যক্তিদের নিয়ে লোক আদালতের বেঞ্চ বা বিচারক মণ্ডলী গঠন করতে পারেন নিজ নিজ এলাকাতে লোক আদালতের জন্য। অন্যান্য ব্যক্তিরা অবশ্যই আইনি পেশার সাথে যুক্ত বা আইনি পরিষেবার সাথে যুক্ত বা সমাজসেবী বা সমাজসেবী সংস্থার সাথে যুক্ত প্রতিনিধি হবেন। লোক আদালত যে কোন কাজের দিন এমনকি শনিবার, রবিবার এবং ছুটির দিনেও হতে পারে।

ঐ আইনের ২০ ধারা মতে নিম্নোক্ত মামলাগুলি লোক আদালতের গোচরীভুক্ত হবে এবং তা অন্য আদালত থেকে পাঠানো যাবে-

ক) যদি উভয়পক্ষ কোন মামলাকে লোক আদালতে পাঠাতে রাজী থাকেন।

খ) যদি কোন একপক্ষ মামলা মিটমাটের মাধ্যমে নিস্পত্তিকরনের জন্য লোক আদালতে পাঠানোর আবেদন করেন এবং আদালত যদি মনে করেন প্রাথমিকভাবে ঐ মামলায় আপোষ মিমাংসার সুযোগ আছে- তাহলে ঐ মামলা লোক আদালতে পাঠানো যেতে পারে।

গ) যদি আদালত নিজে মনে করেন কোন মামলা লোক আদালতের গোচরীভুক্ত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা প্রাধিকার নিয়মাবলী (রেগুলেশান) ১৯৯৮-এ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে।

পারস্পারিক বোঝাপড়া-মিটমাট-শালিশীকরণ-আইনি পরামর্শ দানের মাধ্যমে যদি উভয়পক্ষ কোন মামলার আপোষ সমাধানসূত্র পৌঁছাতে পারেন- তাহলে যে কোন মামলাই লোক আদালতের গোচরীভুক্ত করা যাবে, শুধুমাত্র ফৌজদারী কার্যবিধির ৩২০ ধারা অনুযায়ী নন-কমপাউন্ডেবেল (অ-মীমাংসাযোগ্য) ক্রিমিনাল মামলাগুলির নিস্পত্তি লোক আদালতে হবে না।

'' আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭-র ২১ ধারা মতে লোক আদালতের ভিত্তিভূমি একটি স্বশাসিত সংস্থা, তাই এই আদালতের প্রতিটি রায় যে কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর সমতুল্য এবং তা উভয়পক্ষের উপর সমানভাবে বলবৎযোগ্য। লোক আদালতের কোন রায়ের বিরুদ্ধে অন্য কোন আদালতে আপীল বা পুনঃ বিচারের প্রার্থনা করা যাবে না। মূল কথা হল - লোক আদালত হল পরামর্শ ও শালিশী করণের মাধ্যমে কোন বিবাদীয় বিষয়ের নিস্পত্তিকরণের সম্পূরক ক্ষেত্র।

ঐ আইনের ২২ ধারা মতে ''দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮'' অনুযায়ী প্রতিটি লোক আদলতের ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের ন্যায়। তবে লোক আদালতের বেঞ্চ অর্থাৎ বিচারক মণ্ডলী যারা হবেন, তাঁরা নিজেদের কর্মপদ্ধতি ঠিক করে নেবেন কিভাবে আনীত মামলাগুলি নিস্পত্তি করবে এবং কোনভাবেই তাঁরা সর্বদা দেওয়ানী কার্য বিধি/ফৌজদারী কার্যবিধি/ভারতীয় সাক্ষ্য আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন না, তবে সর্বদাই সততা- সাম্য ন্যায় বিচার এবং অনান্য আইনানুগ নীতির দ্বারা নির্দেশিত হবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে লোক আদালতে উপস্থাপিত মামলার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের নিযুক্ত আইনজীবিদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য হবে না। লোক আদালতে মামলা উপস্থাপনের জন্য কোন ''কোর্ট ফি'' লাগবে না। লোক আদালতে নিস্পত্তি মামলার প্রতিটি রায়ই সরল এবং স্পষ্ট হবে এবং লোক আদালতের বিচারকমণ্ডলীর প্রত্যেকেই এবং বিবাদীয় উভয় পক্ষকেই ঐ রায়ে স্বাক্ষর/টিপ ছাপ করতে হবে। যদি আইনগত কোন বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ থাকে অথচ কোন পক্ষই কোন আদালতে মামলা রজু করেন নি, সে ক্ষেত্রে যদি উভয়পক্ষ নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক বোঝাপড়া-মিটমাট-আপোষ মীমাংসা সূত্র সমাধানের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করতে রাজী থাকেন তবে আবেদনের মাধ্যমে লোক আদালতের কাছে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য উপস্থাপিত করতে পারেন। আসল কথা হল - লোক আদালত শুধু দ্রুত বা তাৎক্ষনিক মামলায় নিস্পত্তি চায় না - কিন্তু প্রাক-বিবাদীয় বিষয়ের সুষ্ঠ মীমাংসা চায়।

বর্তমানে '' আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭''-র সংশোধনী ২০০২ এর মাধ্যমে ২২ ধারাতে উল্লিখিত ''লোক আদালতের'' স্থলে ''লোক আদালত বা স্থায়ী লোক আদালত'' পড়তে হবে। এছাড়া ২২(ক) থেকে ২২(ঙ) ধারাতে স্থায়ী লোক

আদালতের গঠনপ্রক্রিয়া/কার্যবিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আপনি কোন ব্যক্তির ব্যবহারে অথবা কাজে ক্ষুব্ধ অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন অথবা আপনি কোন সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন- তাই আপনি ভাবছেন মামলা করবেন। মামলা করার আগে আপনি ভাবুন, যে মামলা না করেও বিবাদ্য বিষয়টি সুষ্ঠভাবে মীমাংসা করা যায় কিনা। আপনি জানবেন, যে আপনার ঘরের কাছেই অর্থাৎ জেলা জজ্ কোর্টে লোক আদালত নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আপনি শুধু একটা সাদা কাগজে জেলা জজ্ সাহেবের বা অতিরিক্ত জেলা বিচারকের কাছে যারা জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সভাপতি তাদের কাছে আপনার বিবাদ্য বিষয়টি বিস্তারিতভাবে লোক আদালতের মাধ্যমে যাতে নিষ্পত্তি করা যায় তার জন্য দরখাস্ত করুন। এর জন্য আপনাকে কোন অর্থ খরচ করতে হবে না বা কোন কোর্ট ফি দিতে হবে না। লোক আদালতের সামনে উভয়পক্ষকে শর্তপূরনের জন্য, মিমাংসায় আসার জন্য আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রয়োজনে লোক আদালতের বিচারকগণ হস্তক্ষেপ করেন। শুধু হস্তক্ষেপ করেন বলা বোধ হয় ঠিক নয়। উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য ও সম্মানজনক আপোষ-রফায় আসার জন্য লোক আদালতকেই নিতে হয় বিশেষ ও সক্রিয় ভূমিকা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে মিমাংসায় ইচ্ছুক ও প্রকৃত মিমাংসায় আসা এক নয় বরং ভিন্ন। দুই মেরুতে অবস্থানকারী অথচ মিমাংসায় ইচ্ছুক পক্ষদ্বয়কে মধ্যবর্তী স্থানে এনে মামলা আপোষসূত্রে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সক্রিয় ভূমিকা লোক আদালতের বিচারকদেরই নিতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও নিষ্ঠা। তবেই লোক আদালতের পক্ষে সম্ভব উপস্থিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মোকদ্দমা মিমাংসা দ্বারা নিষ্পত্তি করা। আগেই উল্লেখ করেছি বর্তমান Legal Service Authority Act - এর বলে লোক আদালতে আপোষ-রফার বিরুদ্ধে আপীল হয় না। কারণ উভয়পক্ষের আলোচনাসূত্রে ও নিজেদের সম্মতিতে মামলার মিমাংসা হয়ে নিষ্পত্তি হয়। এই মিমাংসায় আসতে সাহায্য করেন লোক আদালতের বিচারকত্রয়। আইন, বিচার ও সমাজসেবায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিচারকত্রয় এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মিমাংসায় আসতে সাহায্য করেন পক্ষগণকে।

লোক আদালতের তাৎপর্য এখানেই। বিবাদমান পক্ষদ্বয় বিশেষভাবে গঠিত লোক আদালতের সহায়তায় নিজেরাই আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মামলা নিষ্পত্তি করেন। লোক আদালতের বিচারকগণ সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন মাত্র। লোক আদালত শব্দটির সার্থকতা এখানেই। আর একমাত্র এই কারণেই একে গণ আদালত বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় আদালতের মামলা লোক আদালতে এনে নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টার কারণ কি? উত্তরে সংক্ষেপে বলি আদালতে আইনের বেড়াজালের জটিল আবর্তে বহু মামলা মিমাংসাসূত্রে নিষ্পত্তি করা যায় না। কারণ আদালত মামলার মিমাংসার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে না। বিবাদমান পক্ষগণকে কোনরূপ পরামর্শ দিয়ে আপোষ-রফায় অংশ গ্রহণ করাতেও পারেন না। যদি উভয়পক্ষ আপোষ করেন তখনই আপোষ-মিমাংসার শর্তাবলী নথিভুক্ত করে মামলার নিষ্পত্তি করতে পারেন। কিন্তু লোক আদালতে আইনের বেড়াজাল ও জটিল আবর্ত্ত নেই। সহজ ও সরলভাবে আইন, বিচার ও সমাজসেবার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে লোক আদালতের বিচারকগণ বিবাদমান পক্ষগণকে মিমাংসায় আসতে সাহায্য করেন ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই আপোষ উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য ও সম্মানজনক।

আদালতের মামলা আদালতের গণ্ডীর মধ্যে রেখে উভয়পক্ষকে মিমাংসায় এনে দেওয়ার ভূমিকা পালন করেন লোক আদালত। তাই আগেই বলেছি আদালত ও লোক আদালত বিচ্ছিন্ন নয় বরং পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

যে নিরপেক্ষ হস্তক্ষেপ হলে মামলা আপোষে মিমাংসা হতে পারে লোক আদালতের পক্ষে সে কাজ সহজ। আর এই নিষ্পত্তিতে আদালতের মামলার স্তূপ কমে যাবে। মুক্তি পাবে বহু দরিদ্র ও নিপীড়িত বিচারপ্রার্থী। প্রকৃতপক্ষে বহু মামলাই আপোষে নিষ্পত্তি হতে পারে নিরপেক্ষ হস্তক্ষেপে ও সক্রিয় অংশগ্রহণে। এই কাজ সম্ভব হয় লোক আদালতের পক্ষে। আদালত নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন কিন্তু আপোষে নিষ্পত্তির জন্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। শুধুমাত্র আপোষের জন্য উপদেশ দিতে পারেন, সহায়কের ভূমিকা নিতে পারেন। লোক আদালত পারেন এই সহায়কের ভূমিকা। তাই লোক আদালত আদালতেরই পরিপূরক। যে কোন প্রকল্পে সাথে তিন ধরনের মানুষ থাকেন। কেউ কেউ সেই প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়ণ করেন। কেউ কেউ সেই প্রকল্পের রূপায়ণ লক্ষ্য করেন এবং কেউ কেউ আশ্চর্যান্বিত হন কিভাবে প্রকল্পটি বাস্তবে রূপায়িত হল।

একথা মনে রাখতে হবে, জনস্বার্থবাহী কোন প্রকল্প শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগে বাস্তবায়িত হয় না, প্রয়োজন সাথে সাথে সাধারণ মানুষের উদ্যোগ ও চেতনা। লোক আদালতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে যখন আইনি পেশা এবং পরিষেবার সাথে যুক্ত সকল মানুষ একসাথে সম্মিলিত হবেন।

"বিবাদ নয়, সহায়তা। বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ। মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি" –বিবেকানন্দ

লোক আদালত- সমন্বয়ের ক্ষেত্র। আসুন- আমরা সকলে মিলে এই প্রকল্পকে সার্থক রূপদান করি।